কপ ২৮ জলবায়ু সম্মেলন এবং সরকার ও নাগরিক সমাজের মতামত

১. প্যাসির চুক্তি: মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন থেকে মানবসৃষ্ট কেয়ামত প্রতক্ষ্য করার জন্য প্রতিষ্ঠিত ঐকমত

মানুষের তৈরী জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা; সে প্রেক্ষিতে এর সমাধানও হতে হবে বৈশ্বিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে **২০০৭ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ০৮ বছরব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের কাঠামো সনদ [UNFCCC] এর অধীনে পরিচালিত জলবায়ু আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বনেতৃত্ব যে "প্যারিস চুক্তি"তে উপনীত হয়েছে, তা নখদন্তহীন একটি অসার ও সীমাবদ্ধ দলিল মাত্র।** জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী ও অপরাপর এ চুক্তির অধীনে যেসকল ঐচ্ছিক প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে সহায়তা ক্ষেত্রে এসকল প্রতিশ্রুতির কোন বৈপ্লবিক ভূমিকা নাই। বিশেষ করে **ক্ষতিকর গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য দেশগুলো তাদের যে এনডিসি [NDC-Nationally Determined Contribution] বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে তার শতভাগ বাস্তবায়ন হলেও জলবায়ুর পরিবর্তন তো হবেই না, বরং এই শতকের শেষ নাগাদ বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা প্রাক শিল্প যুগের চেয়ে কমপক্ষে ২.৪ ডিগ্রী থেকে ২.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে** [Emission Gap Report 2022] এবং তার প্রভাব হবে প্রলয়ংকারী, ও মানুষের তৈরী নিত্য-কেয়ামতের মতো। তাই আমরা বলতে পারি প্যারিস চুক্তি হচ্ছে "মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন থেকে মানবসৃষ্ট কেয়ামত প্রতক্ষ্য করার জন্য প্রতিষ্ঠিত ঐকমত[১] ছাড়া আর কিছুই নয়"।

২. আসন্ন কপ-২৮ সম্মেলন নিয়ে আমরা কতটা আশাবাদি হতে পারি?

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা নিয়ে উন্নয়ন কর্মীদের উপরোক্ত বক্তব্য হতাশার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এরকম প্রেক্ষাপটে আসন্ন কপ-২৮ সম্মেলন নিয়ে আমরা কতটা আশাবাদি হতে পারি তাও একটা বিরাট প্রশ্ন? তদপুরি বলতে হবে এবং আশাবাদী হতে হবে বিশেষ করে টিকে থাকার জন্য। কারন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়ন যেভাবেই আখ্যা দেই না কেন, টিকে থাকার জন্য এখন আমরা বৈশ্বিকভাকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং পারস্পরিক সহযেগীতার প্রয়োজন রয়েছে। তাই সরকারকে বিষয়টি কৌশলগত বিবেচনায় রাখেতে হয় এবং এ ধরনের বৈশ্বিক আলোচনায় হতাশা থাকার পরেও অংশগ্রহন করতে হয়, কারন নিজেদের অধিকারের কথা বলতে হয়। আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও অংশগ্রহন করি যাতে অধিকারের বিষয়ে সরকারের ভুমিকা আর একটু শক্তিশালী করা যায়, অন্যথায় ধনী দেশগুলোর একমূখী ভুমিকার কারনে সমতা ও ন্যয্যাতার ভিত্তি দুর্বল হবে এবং আমাদের বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বিপদাপন্নতা আরও বাড়বে। তারপরেও আমরা একটু পেছন ফিরে দেখতে চাই যে প্যারিস চুক্তি করার পর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কতটুকু সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কিয়োটো প্রটোকলের ব্যর্থতার বিষয়গুলা থেকে শিক্ষা নিয়েই মুলত প্যারিস চুক্তি করার ভিত্তি তৈরী করা হয়েছিল এবং চুক্তির মুল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা বিশেষ করে এই শতাব্দির শেষ নাগাদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প যুগের চাইতে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, পাশাপাশি বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য অভিজোযন ও ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করা। যেহেতু ধনী দেশগুলোর অর্থ-সম্পদ, প্রযক্তি ও করিগরি দক্ষতা রয়েছে সেক্ষেত্রে তারাই এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিবে এবং দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলো তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পাবে।

কিন্তু আমারা দেখতে পাচ্ছি বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবনতা হ্রাসকরনে ধনী দেশগুলো [কার্বন উদগীরনকারী দেশসমুহ] তাদের উপর প্রদত্ত লক্ষমাত্রা বাস্তবায়নে কোন প্রকার কার্যকর ভুমিকা রাখছে না বরং এক্ষেত্রে তাদের দ্বৈতনীতির যে চোখ ধাধাঁনো উপস্থাপন সারা বিশ্ববাসীকে হতাশ করেছে। **ধনী দেশগুলো সরাসরি কার্বন উদগীরন হ্রাস করার পরিবর্তে বিভিন্ন নিত্যনতুন কৌশল উপস্থাপন করে তাদের দায়ীত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, আর্থিক সহযোগীতার পরিবর্তে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলোকে আরও ঋণভারে জর্জরিত করছে।**

দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে কিছু সাফল্য বা অগ্রগতি অর্জন করতে পারলেও সময়ের পরিবর্তনের ধনী দেশগুলোর নিত্য কুট-কৌশল ও তাদের ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তির কারনে এসকল সাফল্য বা অগ্রগতি থেকে কোন প্রকার দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা অর্জন করতে পারছে না। দুটি উদাহারনই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সবুজ জলবায়ু তহবিল গঠন [GCF-Green Climate Fund] করা করা হয়েছিল যাতে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ [প্রতি বছর ১০০ বি: ড:] এবং দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলো কমপক্ষে ৫০% অর্থ অভিযোজন খাতে নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু সে লক্ষ্য আজও অর্জিত হয় নাই বরং জলবায়ু অর্থায়নের নামে আরও ঋণগ্রস্থ করার চেষ্টা হচ্ছে। গত **কপ-২৬ সম্মেলনে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় একটি নতুন তহবিল গঠনে ধনী দেশগুলো রাজী হলেও এই তহবিল ব্যবহার করে যাতে ব্যবসা করা যায় সে চেষ্টা চলছে। ধনী দেশগুলো ইতিমধ্যে এ তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য বিপদাপন্ন দেগুলোর দাবী অগ্রাহ্য করে বিশ্বব্যাংক এবং বেসরকারী খাতকে অন্তর্ভূক্ত করার চেষ্টা করছে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীক স্বার্থে।** এরকম প্রক্ষেপটে চলতি নভেম্বর ৩০ তারিখ থেকে বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের ২৮তম [কপ-২৮] আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে সারা বিশ্ব কি প্রত্যাশা করেছিল এবং সর্বশেষ কপ [কপ-২৭] সম্মেলনে এসকল প্রত্যাশার কি ধরনের রূপান্তর হয়েছে এবং আসন্ন সম্মেলনে কি হতে যাচ্ছে।

[১] জিয়াউল হক মুক্তা, সিএসআরএল

৩. কপ ২৮ জলবায়ু সম্মেলনের আলোচ্যসুচি

আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত এর দুবাই-এ বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন [কপ-২৮] অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত সম্মেলনে "প্যারিস চুক্তি" বাস্তবায়নের কতটুকু অগ্রগতি [Global Stocktake on implementation of Paris Agreement] হয়েছে তার মুল্যায়ন করাই হবে এই সম্মেলনের প্রধান আলোচসুচি। এর পাশাপাশি ২০২৫ সালের পর বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নের রূপরেখা ও কর্মকাঠামো এবং ক্ষয়-ক্ষতি [Funding arrangements for Loss and Damage] বিষয়ক অর্থায়ন সহ অনেক আলোচ্য বিষয় কপ-২৮ সম্মেলনে অন্তর্ভূক্ত এবং আলোচনা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, **২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি অনুমোদন এবং এর পরবর্তী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুসরনে দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশসমূহ ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং জলবায়ু ন্যায্যতা বা ন্যায়বিচারভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ উপেক্ষিত হচ্ছে। যার কারনে ভবিষ্যতে ধনী ও পুজিঁবাদী দেশগুলোর কতৃত্ববাদী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, দেশের স্বার্থবিরোধী জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল অবলম্বনে বাধ্য করার ফলে দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলো অধিকতর আর্থ-সামাজিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে।**

সুতরাং বৈশ্বিক এই আলোচনা ও সমঝোতা প্রক্রিয়াতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দরিদ্র ও অতি বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য "জলবায়ু ন্যায়বিচারের" স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহ নিশ্চিত করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়েজনীয় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে এবারের কপ-২৮ সম্মেলনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আসন্ন কপ-২৮ সম্মেলনে আমরা নাগরিক সমাজ, উন্নয়ন কর্মী এবং সরকারসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের একটি সমন্বিত ভূমিকা এবং আমাদের যৌক্তিক দাবীসমুহ বৈশ্বিক নেতৃত্বের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন রয়েছে।

৪. বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ [১.৫ ডিগ্রী সেঃ] লক্ষ্যঃ চুক্তির বাইরে গিয়ে রাষ্ট্র সমূহের দ্বৈত ভূমিকায় আমরা আশা হারাচ্ছি

আমরা বিশ্বাস করি এমনকি ধনী দেশ সমূহ যারা উচ্চমাত্রায় কার্বন বা গ্রিন হাউস গ্যাস উদগীরণ করছে তারাও বিশ্বাস করে যে **বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীর নিচে রাখতে হলে নির্দিষ্ট সময়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রীন হাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর কোন বিকল্প নাই** এবং এটা করতে হলে ধনী দেশগুলোকে [যারা অতিরিক্ত কার্বন উদগীরণ করে] অবশ্যই লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ২০৫০ সালের মধ্যে শুন্য উদগীরণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে এবং সকল জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু হতাশাজনক হচ্ছে ধনী দেশগুলো এক্ষেত্রে অঙ্গীকার করলেও তাদের গৃহীত পদক্ষেপ কোনটাই বাস্তবসম্মত নয় এবং তাদের অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। **তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার এবং জীবাশ্ম জ্বালানি বন্ধ করার পরিবর্তে চুক্তির বাইরে গিয়ে তথাকথিত "Net Zero Emission" এবং কার্বন বাণিজ্যের [Carbon Trade] নামে দরিদ্র দেশগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করার সময় বিভিন্ন প্রকার শব্দ চয়ন এবং এর অর্থ পরিবর্তন বা নতুন সংগা উত্থাপনের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত বা প্রলম্বিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে যা প্রতিটি কপেই আমরা দেখতে পাচ্ছি।** ধনী রাষ্ট্রসমুহ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীতে সীমাবদ্ধ রাখার অঙ্গীকার করলেও তাদের এহেন কৌশল এবং অব্যাহত দ্বৈতভুমিকায় তা অর্জন করা সম্ভব নয় বলে আমাদের আশংকা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে UNFCCC'তে গত সেপ্টেম্বরে বিশ্বের সকল দেশের প্রদত্ত এনডিসিগুলোর [NDC- Nationally determined contributions] উপর এক মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, **সকল দেশ যদি তাদের প্রতিশ্রুত এনডিসি ১০০% পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ ৪৫% লক্ষমাত্রার বিপরীত মাত্র ৩.৬% গ্রীন হাউস গ্যাস হ্রাস করা সম্ভব হবে।**

সুতরাং উক্ত প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসে ধনী দেশগুলো এই চাতুর্যপূর্ণ কৌশল পরিহার করতে হবে। ১.৫ ডিগ্রী বৈশ্বিক তাপমাত্রা লক্ষ্য অর্জন তাদেরকে শুধু অঙ্গীকার করলেই হবে না, আসন্ন মূল্যায়নে সত্যিকার ও পরিমাপ যোগ্য [Real-time & Measurable] বাস্তবায়ন কৌশল বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে। আমরা এক্ষেত্রে আমাদের দাবিগুলোর পূর্নব্যক্ত করছি। এসকল দাবীর প্রতি সরকারের প্রতিনিধিদেরকেও একমত ও ভূমিকা রাখতে দেখেছি। সুতরাং আশা করছি কপ-২৮ আলোচনায়ও সরকারের অবস্থান এ বিষয়ে সুস্পষ্ট থাকবে।

ক. ধনী দেশগুলোকে অবশ্যই বিজ্ঞান-ভিত্তিক কার্বন উদগীরণ হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। তার আলোকে তাদের স্বনির্ধারণী [NDCs] কার্বন উদগীরণ হ্রাস কার্যক্রম পুনর্মূল্যায়ণ করে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে UNFCCC'তে পেশ করতে হবে। আসন্ন সম্মেলনে NDC এর উপর বৈশ্বিক মূল্যায়ন হবে, আমরা দেখতে পাবো যে ধনী দেশগুলো সত্যিকার অর্থে তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

খ. তথাকথিত Net Zero নয় বরং ২০৫০ সালে প্রকৃত "শূন্য নির্গমন" [Real Zero Emission] অর্জন করার লক্ষ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ১০০% বন্ধ করতে হবে।

গ. ধনী দেশগুলোকে কার্বন-বাণিজ্যের নামে দরিদ্র দেশসমূহকে ব্যবহার এবং তাদের সম্পদ ব্যবহার করা যাবে না বরং দরিদ্র এবং বিপদাপন্ন দেশসমূহ যাতে একই সাথে ২০৫০ সালে শুন্য উদগীরণ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক-কারিগরি ও সক্ষমতা অর্জনের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. NCQG জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নব-অর্থায়ন কৌশল; বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য নতুন এনডিসি'র আশংকা

উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবীর মুখে ধনী দেশগুলো **জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে আরও অধিক পরিমান [প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের চাইতে বেশী] অর্থ কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয় নিয়ে "New Collective & Quantified Goal on Finance-NCQG"- এর অধীনে একটি এজেন্ডা দেয় এবং আলোচনা করে।** উল্লেখ্য যে UNFCCC দরিদ্র, উন্নয়নশীল এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোতে জলবায়ু অর্থায়নে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর প্রায় ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার [দুই লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলার] অর্থের

প্রয়োজন হতে পারে বলে ধারনা দেয় [UNCTAD estimates 2019]। NCQG লক্ষ্য বাস্তবায়নে কপ-২৬ সম্মেলনে একটি এড-হক ওয়ার্ক প্রোগাম [Ad-hoc Work Program] গঠন এবং একটি কমিটি [SCF-Standing Committee on Finance] গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির অধীনে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে NCQG লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি রূপরেখা বা কর্মকাঠামো প্রনয়ন করবে।

যেহেতু ধনী দেশগুলোর এই ২০২৫ পরবর্তী অর্থায়ন কৌশলটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবীর মুখে করা হয়েছে এবং তা বিষয়টি অনেকটা বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল তাই এখানে আমাদের আশা করা অত্যন্ত দুরহ যে, এই অর্থায়ন দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য খুব ভাল কিছু নিয়ে আসবে।

কারন **নতুন NCQG তে কতগুলো বিষয় অস্পষ্টতা রয়েছে। যেমন Collective বা "সম্মিলিত" বলতে আমরা কি বুঝি তা বোঝা দরকার। নতুন অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে বিপদাপন্ন দেশগুলো কি তাহলে collectivism এর অংশীদার হতে হবে এবং তাদেরকেও আর্থিকভাবে অবদান রাখতে হবে??** যদি এরকম হয় তাহলে অবশ্যই আশংকার বিষয়, কারন ধনী দেশগুলো বলবে সবাইকে নতুন অর্থায়ন কৌশলে অবদান রাখতে হবে এবং তথাকথিত NDC on Finance-NDCF প্রনয়ন করতে হবে [যদিও এখনোও এরকম বিষয় আসে নাই কিন্তু আলোচনায় আসতে পারে}। আমরা আশংকা করছি এটা অমূলক নয়। **কারন আমরা NCQG এর উপর আমেরিকার পেশকৃত ব্যাখা দেখেছি যেখানে এমন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আমেরিকা বলতে চাচ্ছে "জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়েজনীয়তা বিষয়টি শুধু দাতাদের অর্থপ্রবাহ" এমনটি দেখা উচিৎ নয় বরং এটা সর্বপ্রথম জাতীয়ভাবে দেখতে হবে এবং তার পরে অন্যান্য বিষয়সমুহ যেমন বহুমুখি অর্থায়নের উৎসসমুহ নিয়ে ভাবতে হবে। আমেরিকার এই ইঙ্গিতপুর্ন ব্যাখা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ভবিষ্যতে জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে আমেরিকা ও তার দোসররা collectivism এর নামে জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকেও অর্থায়ন অবদান রাখতে চাপ প্রয়োগ করতে পারে যা আশংকাজনক।**

সুতরাং আসন্ন কপ সম্মেলনে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং সকল প্রকার সহযোগীতা [আর্থিক ও কারিগরী] নিশ্চিত করার জন্য প্যারিস চুক্তিতে CBDR-RC নীতি অনুসরনই হচ্ছে একমাত্র কৌশল যেখানে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলোকে শর্তবিহীন, চাহিদা অনুযায়ী ও পর্যাপ্ত সহযোগীতা নিশ্চিতা করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে NCQG অর্থায়নের ভবিষ্যত রুপরেখা ও কর্মকাঠামো হতে পারে;

- NCQG অর্থায়ন কৌশল অবশ্যই প্রনীত হবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নীচে রাখাতে সকল কর্মকৌশল [প্রশমন, অভিযোজন এবং ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা] বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে মাথায় রেখে এবং এসকল লক্ষ্যকে সমন্বয় করার মাধ্যমে।
- NCQG অর্থায়ন কৌশল পৃথকভাবে প্রশমন, অভিযোজন এবং ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক কর্মসুচি বাস্তবায়নের আলাদা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন এবং তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় আর্থিক চাহিদা প্রনয়ন করবে।
- NCQG অর্থায়ন কৌশল এবং সম্পদ সমাহারনের ক্ষেত্রে ধনী এবং উন্নয়নশীল কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলোকেই অর্থায়ন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই collectivism এর নামে দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে আর্থিক অবদান রাখতে চাপ বা বাধ্য করা যাবে না।
- NCQG অর্থায়ন কৌশল এবং এর বাস্তবায়ন দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য সম্পুর্ন অনুদানভিত্তিক [Fully Grant based], উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উচ্চমাত্রায় আর্থিক ছাড়যুক্ত বা রেয়াতযোগ্য [Highly Concessional]।

৬. কপ-২৮সম্মেলন; বিপদাপন্ন দেশগুলোর লড়াইয়ে একত্রিত থাকার কোন বিকল্প নাই

কপ-২৮ সম্মেলন আমাদের প্রত্যাশা কি এটা বলার পুর্বে আমাদের বলা উচিৎ বিগত জলবায়ু আলোচনাসমুহ আমাদের বিশেষ করে দরিদ্র, স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু বিপদান্ন দেশগুলোর জন্য কেমন ছিল। উত্তর হচ্ছে মোটেই সুখকর বা স্বস্তিদায়ক ছিল না। কারন প্রতিটি জলবায়ু আলোচনাতেই বিপদাপন্ন দেশগসমুহকে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ধনী দেশগুলো বিশেষ করে কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলোর সাথে লড়তে হয়েছে এবং **অভিজ্ঞতা বলছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিপদাপন্ন দেশগুলোর স্বার্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং যেটুকু আদায় হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে তা আসলে প্রকৃত স্বার্থকে ছাড় দেওয়ার কারনে ঘটেছে। সুতরাং অভিজ্ঞতা বলছে আসন্ন জলবায়ু আলোচনাও [কপ-২৮] আমাদের মত বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য সুখকর হবে না।** কপ ২৮ সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। নি:সন্দেহে উক্ত আলোচনায় ধনী দেশগুলোর ব্যর্থতার বিষয়গুলো এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বি-চারিতার বর্তমান ও ভবিষ্যত ভুমিকা নিয়ে আলোচনা হবে যার ফলাফল দুপক্ষের লড়াইয়ে পর্যবসিত হতে পারে। **আবার সম্মেলনে ধনী দেশগুলোর সবসময়ই কৌশল হচ্ছে কিভাবে কার্বন উদগীরনের দায় দরিদ্র দেশগুলোর উপর চাপানো যায়, অর্থায়নের ক্ষেত্রে অতি বানিজ্যের সুযোগসমুহ নিয়ন্ত্রন করা এবং সর্বোপরি দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক অর্থায়নের যে দাবী করা হচ্ছে তা প্রতিরোধ ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যকে সফল করা।** উক্ত সকল বিষয়গুলিই বিপদাপন্ন দেশসমুহের স্বার্থ পরিপন্থী এবং সমন্বয় করা কার্যত জটিল। যেহেতু আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলো সক্ষমতা নানাবিধ দিক থেকে [তথ্য, অর্থ ও প্রযুক্তি] কম, সুতরাং আসন্ন সম্মেলনে কাংখিত ফলাফল অর্জনে আমাদেরকে একত্রিত কণ্ঠস্বর থাকার কোন বিকল্প নাই।

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি [প্রযত্নে: কোস্ট ফাউন্ডেশন], ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড নং-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন+৮৮০২৫৮১৫০০০৮২/৫৮১৫২৮২১/৫৮১৫২৭৯০. E-mail: info@equitybd.net, web: www.equitybd.net